করোনায় পুরো দেশ ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা

করোনাভাইরাস বিস্তার রোধে পুরো দেশকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ ঘোষণা দেয়া হয়।

দেশে করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ড ১০ জনের মৃত্যুর পরই এ ঘোষণা এল। এ ছাড়া একই দিন রেকর্ড সংখ্যক ৩৪১ জন রোগী শনাক্ত হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, করেনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রশমনে জনগণকে অবশ্যই ঘরে অবস্থান করতে হবে। অতীব জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত ঘরের বাইরে বের হওয়া যাবে না। এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় চলাচল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এ ছাড়া সন্ধ্যা ৬টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত কেউ ঘরের বাইরে যেতে পারবে না।

এসব নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। যুগান্তর

মেহেরপুরে করোনা মোকাবেলায় ট্রাফিক পুলিশের অভিযান অব্যাহত

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে মানুষকে রক্ষা করার লক্ষ্যে সতর্কতা অভিযান পরিচালনা করা হয় মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে।

বৃহস্পতিবার বিকালে জেলা ট্রাফিক ইনস্পেক্টর ইসমাইল হোসেনের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয় মেহেরপুর হোটেল বাজার মোড়ে।

মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক ইনস্পেক্টর ইসমাইল জানান, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে আমরা প্রতিনিয়ত অভিযান পরিচালনা করে যাচ্ছি, যারা অযথা রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছে তাদের মামলা দেওয়া হয়েছে এবং বেশ কিছু অবৈধ যানবাহন আটক করা হয়েছে।

তিনি আরো জানান, যারা যথাযথ কাজের জন্য বাইরে এসেছে তাদেরকেও ছাড় দেওয়া হচ্ছে না এবং তাদেরকে বাসায় যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক ইন্সপেক্টর ২ মুজতবা ট্রাফিক সার্জেন্ট নাজমুল হোসেন ট্রাফিক টিএস আই মকবুল, উত্তম, ট্রাফিক এটিএসআই জাহাঙ্গীর প্রমুখ।

মেহেরপুরের ঝাউবাড়িয়া গ্রামে যুব সমাজের উদ্যোগে জীবানুনাশক স্প্রে

করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঝুঁকি মোকাবেলায় জন্য মেহেরপুর সদরের আমঝুপি ইউনিয়নের ঝাউবাড়িয়া গ্রামে যুব সমাজের এর উদ্যোগে গ্রামের সকল রাস্তা,দোকান, মসজিদ জীবানুনাশক ব্লিচিং পাউডার ছিটানো হয়েছে।

সেই সাথে সমাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দোকানগুলোতে রং দিয়ে গোলক চিহ্ন করে দেয়।এসময় সেখানে যুব সমাজের সকলে উপস্থিত ছিল।

সেই সাথে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের পর থেকে করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঝুঁকি মোকাবেলায় জন্য মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের ঝাউবাড়িয়া গ্রাম সহ কুতুবপুর ইউনিয়নের সুবিপুর মোড় বিভিন্ন স্থানে প্রবেশ পথ অলিখিত লকডা্কউন।, ◌্সাথে সমাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য বলে তারা।

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঝুঁকি মোকাবেলা, নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে অলিখিত লকডাউন করেছে এলাকার যুব সমাজ।

নারায়নগঞ্জ থেকে পাঁচ দিনে চুয়াডাঙ্গায় এসেছেন ২৬৫ জন

ঢাকা-নারায়নগঞ্জ থেকে আসা মানুষদের নিয়ে আতংকে আছেন চুয়াডাঙ্গার সচেতন মানুষরা। এদের মাধ্যমেই চুয়াডাঙ্গায় করোনা ছড়িয়ে পড়ার আশংকা করছেন অনেকে। এ দুটি জেলা থেকে অনেকেই চুয়াডাঙ্গায় ফিরে ঘরে না থেকে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, গত পাঁচ দিনে ঢাকা ও নারায়নগঞ্জ থেকে চুয়াডাঙ্গায় এসেছেন ২৬৫ জন। তাদের হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন ৩৯৭ জন। নতুন কেউ আক্রান্ত জেলা থেকে এলেই তাকে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হচ্ছে।

অভিযোগ উঠেছে, অতি সম্প্রতি চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার হাজরাহাটি গ্রামে নারায়নগঞ্জ থেকে আসেন এক যুবক। এসেই সে গা ঢাকা দিয়েছে। তাকে খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। তার আত্মগোপনে থাকার কারণে এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে আতংক। পৌর এলাকার মুন্সীপাড়ার এক যুবকও নারায়নগঞ্জ থেকে এসে গোপনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার জানান, জেলা প্রশাসন কঠোর অবস্থানে আছে। ঢাকা-নারায়নগঞ্জ থেকে আসা কাউকে কোনোক্রমেই ঘরের বাইরে যেতে দেওয়া হবে না। তাদের হোম কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করা হবে। কেউ গোপনে এসে থাকলে প্রশাসনকে জানানোর অনুরোধ করা হয়েছে।

পানি সংকটে চুয়াডাঙ্গা পৌরবাসী

করোনা সংকটের মধ্যেই নিত্য প্রয়োজনীয় পানি নিয়ে বিপাকে পড়েছেন চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার বাসিন্দারা। পৌরসভার সরবরাহ করা পানি পাচ্ছে না অনেক পৌরবাসী। এতে দেখা দিয়েছে সীমাহীন দূর্ভোগ। খাওয়ার জন্যও পানি পাচ্ছেন না অনেকেই। অনেককে পাশের কারো বাড়ি থেকে টিউবওয়েলের পানি এনে প্রয়োজন মেটাতে হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা সূত্র জানায়, গত ১০ এপ্রিল মাস্টারপাড়ার পানির পাম্পটি পুড়ে যায়। এর পর থেকে পৌর এলাকার মাস্টারপাড়া, শেখপাড়া, বাজারপাড়া, মল্লিকপাড়া, ফেরীঘাট রোড প্রভৃতি এলাকার মানুষ প্রয়োজনীয় পানি পাচ্ছে না। অন্য এলাকার পাম্প থেকে এসব এলাকায় পানি সরবরাহ করতে গিয়ে পুুরো পৌরএলাকার মানুষ এখন পড়েছেন পানি সংকটে।

চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকায় রয়েছে ৯টি পানির পাম্প। এর মধ্যে গত ১০ এপ্রিল থেকে মাস্টারপাড়ার পানির পাম্পটি পুরোপুরি অকেজো। বাকি আটটি পাম্পের মধ্যে অন্য চারটিও প্রায় অচল। ফলে চারটি দিয়ে কোনোরকমে পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। এ অবস্থায় সব এলাকাতেই পর্যাপ্ত পানি পৌছাচ্ছে না।

চুয়াডাঙ্গা মাস্টারপাড়ার গৃববধু আকলিমা খাতুন জানান, শুনেছি আমাদের পাড়ার পাম্পটি পুড়ে গেছে। সকালে খুব সামান্য পানি আসে। দুপুরে, বিকেলে ও রাতে পানি পাওয়া যায়না। আমরা খুবই পানির কস্টে আছি।

চুয়াডাঙ্গা শেখপাড়ার মাবুদ সরকার বলেন, বেশিরভাগ মানুষ পৌরসভার সরবরাহ করা পানি ফিল্টার করে পান করে থাকে। করোনা ভাইরাসের কারণে বলা হচ্ছে, ঘন ঘন সাবান-পানি দিয়ে হাত ধুতে হবে। পানি না পেলে মানুষ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে কি করে?

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার সহকারি প্রকৌশলী (পানি) এএসএম সাইদুর রশিদ জানান, ইদানিং বিদ্যুতের লো-ভোল্টেজ দেখা দিয়েছে। লো- ভোল্টেজের কারণে গত ১০ এপ্রিল মাস্টারপাড়ার পাম্পটি পুড়ে গেছে। করোনাভাইরাসের কারণে সবকিছু বন্ধ থাকায় তা মেরামতেও দেরি হচ্ছে। বাকি যে আটটি পাম্প রয়েছে তা লো-ভোল্টেজের কারণে চালানো

যাচ্ছে না।

এ ব্যাপারে চুয়াডাঙ্গা ওজোপাডিকোর বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ ময়নুদ্দিন বলেন, ৩৩ কেভি বিদ্যুত পাওয়ার কথা। আমরা পাচ্ছি ২৫-২৬ কেভি। এতে লো-ভোল্টেজ হচ্ছে। এই সমস্যা আগে থেকেই রয়েছে।

মেহেরপুরে আজ পর্যন্ত কোন করোনা সনাক্ত হয়নি

মেহেরপুরে আজ পর্যন্ত কোন করোনা আক্রান্ত রোগী সনাক্ত হয়নি। আজ পর্যন্ত মেহেরপুর জেলা করোনা মুক্ত বলে জানান মেহেরপুর সিভিল সার্জন।

আজ বৃহস্পতিবার ২২ জনের রিপোর্ট এসেছে এদের মধ্যে সবাই করোনা নেগেটিভ।

এর আগে বুধবার পর্যন্ত রিপোর্ট এসেছিল ৮৪ জনের মোট মেহেরপুর জেলায় ১০৬ জনের করোনা রিপোর্ট এসেছে এদের প্রত্যেকের নেগেটিভ।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

করোনাভাইরাসে যুক্তরাষ্ট্রে ১২৭ বাংলাদেশির মৃত্যু

বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাস মহামারীতে যুক্তরাষ্ট্র বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে রয়েছে। এর মধ্যে নিউইয়র্ক যেন মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে। পার্শ্ববর্তী রাজ্য নিউজার্সির অবস্থাও শোচনীয়। বিভিন্ন

গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে ১৩ এপ্রিল রাত পর্যন্ত আরও ছয় বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে করোনায় আক্রান্ত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ১২৭ জন বাংলাদেশির মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হওয়া সর্বশেষ ছয় বাংলাদেশি হলেন বেদান্ত অ্যাসোসিয়েশন অব নিউইয়র্কের সভাপতি ঝন্টু সরকার, জ্যামাইকা ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাবেক সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা মনির হোসেনের স্ত্রী পেয়ারা হোসেন বেবী, নরসিংদী জেলা জাতীয় পার্টি সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান ভূঁইয়ার বড় বোন হাসনা বেগম, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি সমিরুল ইসলাম বাবলুর বাবা শফিকুর রহমান এবং মানিক মিয়া ও মোহাম্মদ খোকন (৫৪)।

এদিকে নিউজার্সির গভর্নর বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের দুই বেদনার যুদ্ধ ভিয়েতনাম ও কোরিয়ান যুদ্ধে মারা যাওয়া রাজ্যের লোকসংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে করোনা মহামারী। ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত রাজ্যে প্রায় আড়াই হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

এদিকে নিউইয়র্কে বাংলাদেশিদের লাশ গণকবরে দেওয়া হচ্ছে না বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়র সহসভাপতি আবদুর রহিম হাওলাদার। তিনি বলেন, যদি কোনো বাংলাদেশির লাশ কোনো হাসপাতালে থাকে এবং কেউ দায় না নেয়, তাহলে বাংলাদেশ সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ করছি। যুগান্তর

এখন পর্যন্ত মেহেরপুর করোনা মুক্ত

মেহেরপুরে মোট ১৭৪ জনের নমুনা পাঠানো হয়েছিল আইডিসিআর এ।

আজ মঙ্গবার ১৪ জনের রিপোর্ট এসেছে এদের মধ্যে সবাই করোনা নেগেটিভ।

এর আগে ৪৬ জনের রিপোর্ট এসেছিল মেহেরপুর জেলায় মোট ৬০ জনের

করোনা রিপোর্ট এসেছে এদের প্রত্যেকের করোনা নেগেটিভ।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, মেহেরপুর এখন পর্যন্ত করোনা মুক্ত আছে।

গাংনীতে স্বাস্থ্য সেবার মান নিয়ে স্থানীয়দের ক্ষোভ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সেবার মান নিয়ে উপজেলা বাসির মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সেবা দেওয়ার নামে চলছে সাধারণ রোগীদের হয়রানি। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানটির জেনারেটর, এমবুলেন্স সেবাও বন্ধ রয়েছে বলে সরেজমিনে দেখা যায়।

সেবার মানের বিষয়ে এর আগে কর্তব্যরত ডাক্তাররা সারাদেশের ন্যায় করোনা পরিস্থিতির মধ্যে নিরাপত্তার অভাবে সেবা দিতে নিজেরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলেন বলে জানা যায়।

পরে ডাক্তারদের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমানের উদ্যোগে ও উপজেলা পরিষদের সহযোগিতায় ৪৫টি পি পি ই সর্বরহ করা হয় যাতে চিকিৎসকরা নির্ভয়ে মানুষকে সেবা দিতে পারে। এছাড়াও একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আরও ৫টি পি পি ই প্রদান করেন।

এর পরও প্রতিষ্ঠানটিতে ডাক্তারের উপস্থিতিও থাকেনা বলে জানান নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রতিষ্ঠানটির সয়শ্লিষ্ট একজন।

প্রতিষ্ঠানটিতে দন্তরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. সাদনান সাকিব গত বছর ডিসেম্বর মাসে যোগদানের পর থেকেই হাসাপাতালে অনুপস্থিত রয়েছেন। জানা যায় তিনি গাংনী চৌগাছা এলাকায় নিজ বাসাতে রোগী দেখেন নিয়মিত অথচ সরকারি বেতন সুবিধা নিয়েও হাসাপাতালে আসেননা। তবে এ বিষয়টিকে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এম রিয়াযুল ইসলাম অস্বীকার করে বলেন তিনি প্রতিদিনই অফিসে আসেন।

এদিকে গত শনিবার গাংনী পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ড এর মালসাদহ এলাকার ইছারদ্দি নামের একটি রোগী অসুস্থ্য অবস্থায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসে প্রথমে তাকে কোন চিকিৎসক না দেখে জরুরী বিভাগেই ফেলে রাখে দেওয়া হয়না কোন ব্যবস্থা পত্র। স্বজনরা যখন ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে ঐ মুহুর্তে কর্তব্যরত ডাক্তার রোগীর কাছে এসে তাকে ভর্তি করার পরামর্শ দিলে তাকে ভর্তি করা হয়। পরে তার অবস্থার অবনতি হলে ডাক্তার তাকে ইনজেকশন দিলে রোগীটি মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ে। স্বজনদের অভিযোগ তাকে সময় মতো সেবা দিলে বেঁচে যেতে পারতো। এনিয়ে স্বজনরা ক্ষোভ প্রকাশ করে।

এর পরের দিনই গাংনীর ভাটপাড়া গ্রামে সড়ক দূর্ঘটনার শিকার হয়ে আড়াই বছরের একটি কন্যা শিশু হাসপাতালে আসলে কর্তব্যরতা ডাক্তার নুরুন্নাহার জরুরী ভিত্তিতে অক্সিজেন দেওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটিতে অক্সিজেন নেই বলে জানালে স্বজনদের আহাজারি দেখে একজন সাংবাদিক স্থানীয় জনপ্রতিনিধির কাছে ফোন দিলে তিনি সিভিল সার্জনের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেন। সিভিল সার্জনের নির্দেশে তখনই হাসপাতাল থেকে অক্সিজেন ব্যবস্থা করা হয়। স্বজনদের অভিযোগ এখানে গরীবদের কোন সেবা নাই কারণ ঐ সময় সাংবাদিক যদি যোগাযোগ না করতো তাহলে অক্সিজেন পাওয়া যেতনা।

শুধু তাই নয় অক্সিজেন মিললেও ডাক্তার শিশুটিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য দ্রুত রেফার্ড করে দেন। কিন্তু এখানেও প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা ব্যার্থতার পরিচয় দেয়। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দুটি এ্যম্বুলেন্স রয়েছে দুটোই বিকল হয়ে আছে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা। যে কারণে আহত শিশুটিকে সময় মতো রেফার্ড করা যায়নি। পরে শিশুটির স্বজনরা মাইক্রো গাড়ির ব্যবস্থা করলেও ততক্ষণে শিশুটি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে হেরে যায়। সে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটিতে বর্তমানে সেবার নামে চলছে রিতিমত তামাশা। স্থানীয়দের নানান অভিযোগ থাকলেও এ নিয়ে কারর কোন মাথা ব্যাথা নেই বলে জানা যায়।

এদিকে অব্যবস্থাপনা বিষয়ে জানতে চাওয়ার চেষ্টা করলে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মোঃ রিয়াযুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্ট করা হলে তিনি এমপি সাহিদুজ্জামান খোকনের বাসায় আছেন বলে জানা যায়। পরে তার সাথে প্রতিষ্ঠানটির সেবার মান নিয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন আসলে সেই সময় অক্সিজেন ছিলনা পরে ব্যবস্থা করা হয়। তিনি জেনারেটরের বিষয়ে বলেন

জেনারেটরটি হঠাৎ করে বিকল হয়ে গেলে পরের দিনই মেরামতের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এ্যম্বুলেন্সের বিষয়ে তিনি বলেন, আমাদের তিনটি এ্যম্বুলেন্স রয়েছে যার একটি একেবারেই বিকল ব্যবহার অযোগ্য আরেকটিও কোন রকমে স্বল্পদুরে যাওয়া যেতে পারে। আর যেটা ব্যবহার উপযোগি সেটার ফিতা কেটে যাওয়ার কারণে পড়ে ছিল। পরে অনেক খুঁজাখুঁজি করে মেকানিক ডেকে তা মেরামতের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন আমি এই উপজেলা বাসিকে স্বাস্থ্য সেবা খাতে অনেক কিছু দিয়ে যেতে চাই।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর অভিযান

মেহেরপুর শহরের নিমতলার মোড় এলাকায় রবিবার সকাল থেকে দুপুর পযন্ত অভিযান চালানো হয়।মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মহিদুল ইসলাম, বগুড়া সেনানিবাস ৪০ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন আরমান সহ সেনাবাহিনী ও পুলিশের সদস্যরা অভিযান অংশগ্রহণ করেন।

সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো মহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে মেহেরপুর শহরের নিমতলার মোড় সরকারী আইন অমান্য করে রাস্তায় ঘোরাফেরা করার দায়ে মোট ২টি মামলা দায়ের করা হয়।

করোনা ভাইরাস সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর যৌথ প্রচার অভিযান চালিয়েছে ।রবিবার সকাল থেকে দুপুরের দিকে মেহেরপুর শহর নিমতলার মোড় এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। এ সময় সেনাবাহিনীর সদস্যরা রাস্তায় অযথা ঘোরাফেরা কারিদের বাইরে বের না হওয়ার জন্য আহ্বান জানান।